সমকাল সংবাদ

SAMOKAL SAMBAD Fortnightly

Vol - 2. Issue - 24. মঙ্গলবার. ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫. RNI NO - WBBEN/2023/87762 Rs - 3 টাকা

ভাইরাল

ম্যাচের মাঝে চায়ে চুমুক, ঠান্ডা থেকে বাঁচতে আজব কাণ্ড গোলকিপারের

পূর্ব তুরস্কের ইরজুরুম এলাকায় তাপমাত্রা -১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সঙ্গী তুষারপাত। এই পরিস্থিতিতে ২০২৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর মুখোমুখি হয়েছিল এরজুরুমস্পোর এফকে ও কোরুম এফকে। তুরস্ক ফুটবলের দ্বিতীয় ডিভিশন ট্রেন্ডোল ওয়ানের এই ম্যাচটা ছিল কাজমি কারাবেকির স্টেডিয়ামে। ম্যাচের আগে শুরু হয় তুষারপাত, স্টেডিয়ামে সাদা চাদরে ঢেকে যায়। সঙ্গে ছিল ঠান্ডা হাওয়া। গ্যালারি দর্শকরা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে খেলা দেখেন। কিন্তু দর্শকদের কাছে কম্বল ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও প্লেয়ারদের কাছে নেই। সেই সময়েই ধরা পড়ে এরজুরুমস্পোর এফকের গোলকিপার মাতিজা ওরবানিচের কাণ্ড। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর চা খাওয়ার ভিডিয়ো শেয়ার হওয়ার পরে দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এক সমর্থক লেখেন, 'শীতের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই, ও চা খেতে ভালোবাসে।' এরজুরুমস্পোর এফকে ম্যাচটা ১-০ গোলে জিতলেও চর্চায় মাতিজার চা খাওয়া।

টুকরো খবর

উন্নয়নের পাঁচালি

তৃণমূলের নজরে মহিলা ভোট। দলীয় কর্মসূচির প্রচারে মহিলা সংগঠনকে বিশেষ দায়িত্ব। গ্রাম-শহর-সহ রাজ্যের সমস্ত ব্লকে প্রচারে মাসব্যাপী তৃণমূল। মুলত মহিলাদের জন্য কী কী উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে তার ঢালাও প্রচার। বাড়ি বাড়ি গিয়ে উন্নয়নের পাঁচালি পাঠ করবেন নেত্রীরা। উন্নয়নের পাঁচালি এই শীর্ষক একটা বই তৈরি করা হয়েছে। মহিলারা সেই বই নিয়ে ঘরে ঘরে যাবেন। বাড়ির অন্দরমহলে যেহেতু মহিলারা সহজে পৌঁছতে পারবেন, তাদের সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই জনসংযোগ কর্মসূচি। পাড়া বৈঠক, চাটাই বৈঠক করা হবে।

২২ জানুয়ারি হবে মিছিল গোটা রাজ্যে। রাজ্যের ২ কোটি ২০ লক্ষের বেশি মহিলা ভোট অটুট থাকবে চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, পাঁচালি মানে পাঁচ জনের সামনে বসে পাঠ। মহিলারা বরাবর পাঁচালি পাঠ করে এসেছেন। বিগত কয়েক বছরের উন্নয়নকে সামনে রেখে এই পাঁচালি রচনা হয়েছে। যা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় পাঠ করবেন মহিলা সংগঠনের নেতৃত্বরা। হাতে থ াকবে হ্যান্ড মাইক। সেখানেই পাঁচালি পাঠ হবে। এছাড়া চাটাই বৈঠক, পাড়ায় পাড়ায় সংযোগের মতো বিষয়ও সংযুক্ত থাকবে।

মহিলা সংগঠনের নেত্রী শশী পাঁজা বলেন, ভোট আসলেই দল মহিলাদের উন্নয়নের কথা বলে প্রচার করে না। আমরা সারাবছর মানুষের পাশে থাকি। বছরভর মানুষের জন্য যে কাজ করা হয়েছে। সেটিকেই মানুষের কাছে এই কর্মসূচীর মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হবে।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলা সংগঠনের নেতা-কর্মীরা হাজির ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা গিয়েছে রাজ্যের মহিলা ভোটের বড় অংশ সমর্থন জুগিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে।

দিদি-মোদী সেটিং তত্ত্বে জল ঢাললেন শাহ

সমকাল সংবাদদাতা: সবই লোকদেখানো, বাংলায় ক্ষমতায় আসতেই চায় না বিজেপি... দিদি-মোদী সেটিং রয়েছে! রাজ্যের রাজনৈতিক তর্কবিতর্কে প্রতিবার বাংলার নির্বাচনের আগে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে সিপিএমের তোলা 'সেটিং-তত্ত্ব' অভিযোগ। তিনদিনের রাজ্য সফরে এসে, মঙ্গলবারের সাংবাদিক বৈঠকে সেই কানাঘুষোতেই সরাসরি জল ঢাললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্নটা উঠতেই তাঁর পাল্টা প্রশ্ন, তাহলে আমি এখানে কেন?

দিদি-মোদী সেটিং প্রশ্ন

বাংলার বুকে একটা প্রশ্ন বারবার উঠেছে, কেন লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের এত আর্থিক দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার পরও আসল মালিককে গ্রেফতার করা হল না? নিয়োগ দুর্নীতিতে 'কাকু' অর্থাৎ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের গ্রেফতারির পর উঠে এসে এই কোম্পানির নাম। তাতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তল্লাশিতে বাজেয়াপ্ত হয়েছে কোটি কোটি টাকা, তারপর কেন গ্রেফতারি নয়? সেই প্রশ্ন উঠেছে। অমিত শাহর সামনেও সেই প্রশ্নের উত্থাপন করেন এক সাংবাদিক। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিংয়ের অ্যাক্টের কথা উল্লেখ করে এক সাংবাদিক তুলে আনেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারি প্রসঙ্গ। তাঁর বক্তব্য, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, একজন মুখ্যমন্ত্রী যখন গ্রেফতার হতে পারে, তাহলে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে ১৫০ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরও তার মালিক কেন এখনও গ্রেফতার হননি? তাহলে কি সেটিং তত্ত্ব? সাংবাদিকের কথায়, সে প্রশ্ন, বিজেপির একেবারে নীচু তলার কর্মী থেকে বাংলার মানুষের মনে জেগেছে? কেন এত কোটির দুর্নীতির পরও লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের মালিককে গ্রেফতারি নয়?

অবস্থান স্পষ্ট করলেন অমিত শাহ

সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে অমিত শাহ বলেন, বিজেপির কোনও নেতা এজেন্সির কাজে নাক গলায় না। এজেন্সি যেটা করার নিশ্চয়ই করবে, কাউকে ভয় পাবে না, কাউকে বাঁচাবে না। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে দিলেন, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে শেষ সারির কর্মী - সবার লক্ষ্য একটাই, তৃণমূলকে বাংলা থেকে সরাতে হবে। তাঁর কথায়, বিজেপির নীচুতলার কর্মী থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদী - সকলেই চান শিকড় থেকে তৃণমূলকে বাংলা থেকে উপড়ে ফেলতে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আরও ব্যাখ্যা, নরেন্দ্র মোদীজি নিজে কিছুদিন আগেও বাংলায় এসেছিলেন। জনসভা হয়নি, সেটার আলাদা কারণ আছে। কিন্তু তা নিয়ে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রান্ত ধারণা ছড়াতে চান, ছড়াতে পারেন। তবে 'বিজে-মূল সেটিং তত্ত্ব' নতুন কিছু নয়। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে এই সন্দেহ যেন আরও জোরালো হয়েছে। পাড়ায়-পাড়ায় শোনা যায়, আসল লড়াই ভোটবাক্সে নয়, অন্য কোথাও। দুই শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের একাংশও যে এমনটা মনে করেন, তা অস্বীকার করেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরাও।

এদিন বাংলায় এসে অমিত শাহ আবারও দুর্নীতি ও অপশাসন ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে খোঁচা দেন। চিটফান্ড থেকে নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন, আবাস-একশো দিনের কাজের দুর্নীতি নিয়ে মুখ খোলেন অমিত শাহ। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে কাড়ি কাড়ি টাকা উদ্ধারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কী জবাব দিতে পারবেন, আপনারই মন্ত্রীর ঠিকানা থেকে ২৭ কোটি টাকা পাওয়া যায়, যা গুনতে গুনতে নোট গোনার মেশিনও গরম হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় কেবল নয়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, জীবনকৃষ্ণ-মানিকের গ্রেফতারি নিয়েও সোচ্চার হন মুখ্যমন্ত্রী। অমিত শাহর কথায়, এখানে দুর্নীতির জন্য বাংলার বিকাশ থমকে গিয়েছে। ১৪ বছর ধরে দুর্নীতিই বাংলার পরিচয় হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে ছাব্বিশের এপ্রিলের পর বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার দিয়ে গেলেন আমি শাহ।

বিজেপির লোক নেই..., SIR-র শুনানিতে বিএলএ-দের বাধায় এজেন্সি তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা: এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই বাংলায় এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আর সেই এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েই মঙ্গলবার বাঁকুড়ার বড়জোড়া থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর-এর শুনানিতে কেন রাজনৈতিক দলের বিএলএ-দের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, তার 'ব্যাখ্যা' দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপির লোক নেই বলেই শুনানিতে বিএলএ-দের ঢুকতে দিচ্ছে না।

আর মাস চারেক পর রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। নির্ঘণ্ট ঘোষণা না হলেও রাজনৈতিক পারদ চড়ছে। এরমধ্যেই রাজ্যে এসআইআরের শুনানি পর্ব চলছে। বহু মানুষ হিয়ারিংয়ের নোটিস পেয়েছেন। তবে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, শুনানিতে ঢুকতে পারবেন না বিএলএ ২-রা। এই আবহে এদিন বড়জোড়ার বীরসিংহপুর ময়দানে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমে গত ১৪ বছরে তৃণমূলের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। এরপরেই এসআইআরের শুনানি ইস্যুতে কমিশনকে একহাত নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এসআইআর পর্বে ৫৮ থেকে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৬০-৭০ বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ডাকছে। গতকাল পুরুলিয়ায় একজন বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। এসআইআর-এর কারণে এত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ওরা বয়স্ক মানুষদের সম্মান করতে জানে না। ওরা বাবা-মায়েদের সম্মান করে না। পাশাপাশি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে এসআইআর-এ ৫৪ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর অভিযোগ, কমিশনের অফিসে বিজেপির আইটি সেলের লোক বসে রয়েছে। নামের ইংরেজি বানানের রকম ফেরের জন্য নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন, বিজেপির লোক নেই বলেই শুনানিতে বিএলএ-দের ঢুকতে দিচ্ছে না। লোকের অভাবের জন্যই বিজেপি এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। বাঁকুড়ার জনসভা থেকে তিনি বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগে বলেন, একটা ন্যায্য লোকের নাম বাদ দেওয়া হলে আন্দোলন দিল্লিতেও হবে, বাংলাতেও হবে। এসআইআর-এর শুনানিকেন্দ্রের বাইরে দলের বিএলএ-দের ক্যাম্প করে বসতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে জনগণের উদ্দেশে তিনি বার্তা দিয়েছে, কেউ ভয় পাবেন না। দল আপনাদের পাশে আছে। সরকারও পাশে আছে। বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশ, অসম, ওড়িশা, রাজস্থানে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। বাংলায় দেড় কোটি পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। আমরা তো অত্যাচার করি না।

রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, প্রশাসনের শীর্ষস্তরে বড় রদবদল

নিজস্ব সংবাদদাতা: রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী। মনোজ পন্থের জায়গায় এলেন নন্দিনী চক্রবর্তী। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব হলেন জগদীশ প্রসাদ মীনা। মনোজ পন্থকে পাঠানো হয়েছে সিএমও (মুখ্যমন্ত্রীর অফিস)-র প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হিসেবে। তিনি রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি ছিলেন।

রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী। এর আগে স্বরাষ্ট্রসচিব পদে ছিলেন নন্দিনী চক্রবর্তী।

অবসরপ্রাপ্ত মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকেও বড় পদ দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব হিসাবে বহাল থাকবেন তিনি। মুখ্যসচিবের সম পদমর্যাদাতেই কাজ করবেন মনোজ পন্থ। আগে ৩০ জুন মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের। কিন্তু সেই মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল ছমাস।

সেইমতো বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর মুখ্যসচিব হিসেবে মনোজ পন্থের মেয়াদের শেষ দিন ছিল। তাঁর জায়গায় বসানো হলো নন্দিনী চক্রবর্তীকে।

মমতার দুর্গা অঙ্গন তৈরির বিরোধিতা, আদালতে যাচ্ছেন গৌতম দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গা অঙ্গন তৈরির বিরোধিতা। এই নিয়ে আদালতে যাচ্ছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিআইএম নেতা গৌতম দেব। তাঁর অভিযোগ, সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূতভাবে রাজ্য সরকার নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গন তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে।

নিউটাউনে বুধবার তাঁর বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠকে গৌতম দেব জানান, দুর্গা অঙ্গন তৈরি করার জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন । তিনি বলেন, "হিডকোর আইন অনুযায়ী তার অধীনে থাকা কোনও জমি ধর্মস্থান তৈরি করার জন্য দেওয়া যায় না । ওই জমি সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট তৈরি করার জন্য চিহ্নিত ছিল ।

রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করার নির্দিষ্ট নিয়মও লঙ্ঘন করেছে বলে গৌতম দেব অভিযোগ করেন । এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি অন্যত্র দুর্গা অঙ্গন করার পরামর্শ দেন । সিপিআইম নেতা বলেন, "নিউটাউনে যে ফাঁকা জমি আছে সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল । দুর্গা অঙ্গন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিডকোর কাছে অর্থ চেয়েছেন । এর তীব্র প্রতিবাদ করা হবে বলে গৌতম দেব জানান । তিনি আরও বলেন, "রাজ্যে মন্দির মসজিদের রাজনীতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভীষণ ভাবে নষ্ট করছে ।

নিউটাউন (জ্যোতি বসু নগর) গড়ে তোলার মূল কাণ্ডারী এই রাজ্যের প্রাক্তন আবাসন মন্ত্রী গৌতম দেব । তাই তাঁর এই অভিযোগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে রাজনৈতিক মহল । শুধু তৃণমূলই নয়, বুধবারের সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির বিরুদ্ধেও ভাগাভাগির রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছেন প্রবীণ এই বাম নেতা ।

এমনকি টু থার্ড মেজরিটি নিয়ে বিজেপি বঙ্গ ক্ষমতা দখল করবে বলে অমিত শাহ যে দাবি করেছেন, সে বিষয়েও কটাক্ষ করেছেন গৌতম । তিনি বলেন, "দু-একটা আসনে এদিক ওদিক হতে পারে । বিজেপি বঙ্গে ক্ষমতায় আসবে না । এই বিজেপিকে রুখতে হবে । বিজেপিকে রুখতে গিয়ে মন্দির মসজিদের রাজনীতি করলে চলবে না ।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলতি বছরের ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকেই দুর্গা অঙ্গন তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন । অগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্য মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিকভাবে এর অনুমোদন দেয় । নিউটাউনে ইকো পার্কের উলটোদিকের জমিতে তৈরি হচ্ছে বিশাল মাপের দুর্গা অঙ্গন । প্রায় ২৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের দায়িত্বে রয়েছে হিডকো (আবাসন পরিকাঠামো উন্নয়ন পর্ষদ) ।

বছরের শুরুতে আচমকা পুরসভা থেকে ১৫০ অস্থায়ী কর্মী ছাঁটাই! কেন?

নিজস্ব সংবাদদাতা: কৃষ্ণনগর পৌরসভার গেট আটকে বিক্ষোভ ছাঁটাই কর্মীদের। প্রায় দেড়শ জন কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়।। কৃষ্ণনগর পৌর প্রশাসকের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বিক্ষোভ। পৌরসভার প্রধান গেটে তালা দিয়ে তাদের আন্দোলন চলছে। অন্যান্য সকল মানুষকে ও পৌর কর্মীদের ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না পৌরসভার মধ্যে।। তাদের কর্মে যতক্ষণ না কাজে বহাল করার নির্দেশ দেবে ততক্ষণ তাদের আন্দোলন চলবে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের।

আট মাস পরে ফের ফুলটাইম ময়দানে দিলীপ

সমকাল সংবাদ: দিলীপ ঘোষকে মাঠে নামার ডাক দিয়েছিলেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সেই বার্তার পরের দিনই বুধবার দুপুরে সল্টলেকে রাজ্য বিজেপি দপ্তরে দিলীপের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শমীক বললেন, '২০২৬-এর ভোটে পুরো মাঠজুড়ে খেলবেন দিলীপদা।' মাঠজুড়ে খেলার ইঙ্গিত দিয়ে দিলীপও বলেন, 'গোটা রাজ্য আমাদের কভার করতে হবে। আমাদের সবাইকে এখন ছুটে বেড়াতে হবে।' প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে আগামী ১৩ জানুয়ারি দুর্গাপুরে দিলীপ আর শমীক ঐক্যবদ্ধ সভা করবেন। তবে মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, মঙ্গলবার অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পরেই বিজেপিতে দিলীপের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হয়ে গিয়েছে।

গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই পুরোনো ফর্মে ছিলেন না দিলীপ। মাস আটেক আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে দিঘার জগন্নাথ ধামে সস্ত্রীক হাজির হয়েছিলেন তিনি। যা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। কার্যত এরপর থেকেই বঙ্গ বিজেপির মাঠ থেকে 'দূরে' ছিলেন দিলীপ। তাঁকে দলের কোনও কর্মসূচিতে দেখা যায়নি এই ক'মাসে। যদিও এ দিন বৈঠক শেষে শমীক দাবি করেন, গত আট মাস দিলীপ ঘরে বসে বিধানসভা ভোটের রূপরেখা তৈরি করছিলেন! প্রতিক্রিয়ায় দিলীপও সম্মতিসূচক মাথা নেড়েছেন। অর্থাৎ, শমীকের 'আট মাস তত্ত্ব'-র সঙ্গে তিনি সহমত।

সূত্রের খবর, এ দিন রাজ্য বিজেপি দপ্তরে সংগঠনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে শমীক-দিলীপের। তবে আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশদে কিছু বলতে চাননি দু'জনের কেউই। দিলীপের কথায়, 'আমাকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব এখনও কিছু দেওয়া হয়নি। রাজ্য কমিটি এখনও হয়নি। হলে কাজটা এগিয়ে যাবে। আমি বলেছি, পুরো সময়ই আছি।'

বিজেপির 'মাঠ' থেকে দূরে থাকার সময়ে দিলীপকে কালো পতাকা দেখিয়েছিল বিজেপির-ই একাংশ। সেই স্মৃতি অবশ্য এখনও ভুলতে পারেননি দিলীপ। এ দিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কিছু লোক বাইরে থেকে ঢুকে পড়েছে। কখন কাকে কালো পতাকা দেখাতে হবে তারা ভুলে যায়!' দিলীপের ব্যাখ্যা, 'তৃণমূলের লোকেরা আমাকে চিরদিন কালো পতাকা দেখাত। সেখান থেকে কিছু লোক ঢুকে পড়েছে। অভ্যাসটা রয়ে গিয়েছে। তারা বিজেপির সংস্কৃতিতে মানিয়ে নিতে পারবে কি না, সেটা তাদের ব্যাপার। দিলীপ ঘোষের কাছে এটা কোনও সমস্যা নয়।' নির্দিষ্ট ভাবে কারও নাম উল্লেখ না করলেও তাঁর ইঙ্গিত যে নব্য বিজেপি নেতাদের একাংশের দিকে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি গেরুয়া শিবিরের কারও। পার্টিতে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেই দিলীপ কেন আগ বাড়িয়ে বিতর্কে জড়াচ্ছেন, তা নিয়ে অবশ্য বিজেপির একাংশ প্রশ্ন তুলেছে। তবে দিলীপ ঘনিষ্ঠদের দাবি, 'এটাই দিলীপ ঘোষের রাজনৈতিক স্টাইল। এটাই তাঁর ইউএসপি।'

জোড়াফুল শিবির অবশ্য মনে করছে, দিলীপ নতুন ভাবে সক্রিয় হলেও বিজেপি বাড়তি কোনও অক্সিজেন পাবে না। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের কথায়, 'বঙ্গ-বিজেপি আইসিইউতে ঢুকে বসে আছে। সবাই মরণকালে হরি নাম করে, আর ওরা (বিজেপি) দিলীপের নাম করছে। যে রাজনৈতিক দল ভোটের তিন মাস আগেও রাজ্য কমিটি করতে পারে না, তারা দিলীপ ঘোষের শরণাপন্ন হয়েছে শুধু খবরে ভেসে থাকার জন্য।'

জয়রামবাটিতে কল্পতরু উৎসব হয় না

ইংরাজি নববর্ষের দিন কাশিপুর উদ্যানবাটিতে কল্পতরু হয়েছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে বিভিন্ন জায়গায় কল্পতরু উৎসব হয়ে আসছে। মা সারদার পবিত্র জন্মস্থান জয়রামবাটিতে সেই কল্পতরু উৎসব না হলেও বছরের প্রথম দিনে মায়ের দেশে মাতৃ দর্শন করতে এদিন দেশ বিদেশের বহু পুণ্যার্থী ভিড় জমিয়েছিলেন বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতে।

১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতে জন্মগ্রহণ করেন মা সারদা। অল্প বয়সেই পার্শ্ববর্তী কামারপুকুর গ্রামের রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলেও জীবনের একটা বড় অংশ মা সারদা কাটিয়েছেন জয়রামবাটি গ্রামের বাড়িতে। পরবর্তীতে মা সারদার সেই বাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মাতৃ মন্দির। সারা বছরই সেই মাতৃ মন্দিরে ভিড় লেগে থাকে পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের। ইংরাজি নববর্ষের দিন রীতি মেনে জয়রামবাটিতে উপচে পড়ল সেই ভিড়। বছর শুরুর দিনটিতে মায়ের দেশে মা এর দর্শনের আশায় এদিন সকাল থেকে পুণ্যার্থীরা ভিড় জমাতে থাকেন মাতৃ মন্দিরে। মাতৃ মন্দির খোলার পর অনেকেই ধ্যানে অংশ নেন।

গ্রাহ্য CAA সার্টিফিকেট, শুনানির আগের রাতে বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের

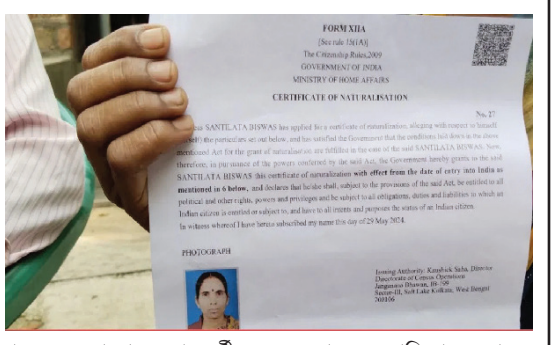

সমকাল সংবাদ: রাত পোহালেই শুরু হচ্ছে শুনানি। তার আগে বড় সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের। মতুয়াদের জন্য বড় খবর। গ্রাহ্য হবে CAA সার্টিফিকেট। জানাল নির্বাচন কমিশন। তবে একটি বিষয়, CAA সার্টিফিকেট তখনই গ্রাহ্য হবে, যখন নতুন করে ফর্ম ৬ পূরণ করে আবেদন করবেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই খসড়া তালিকা বেরিয়ে গিয়েছে। মতুয়াদের মধ্যে অনেকেই CAA-তে আবেদন করে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পেয়েছেন। কমিশনের তরফে থেকে যে নথিগুলি চাওয়া হয়েছে, সেই তালিকায় নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট নেই। এই সার্টিফিকেটটা নেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে ধন্দ ছিল। সেটা কমিশন স্পষ্ট করেছে।

পাশাপাশি, খসড়া তালিকায় নাম না থাকলেও, নতুন করে ফর্ম ৬ আবেদন করা যাবে। পরবর্তী সময়ে চূড়ান্ত যে তালিকা বেরোবে, সেখানে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা হবে। তবে এখানেও একটি প্রশ্ন রয়েছে। তাহলে মতুয়ারা কি নো ম্যাপিংয়ের আওতায় পড়বেন? ২০০২ সালে তাঁরা কীসের লিঙ্ক দেখাবেন? কমিশনের তরফ থেকে সেই বিষয়টিও স্পষ্ট করা হয়েছে। যেহেতু এই নাগরিকত্বের সার্টিফিকেটে সম্পূর্ণ তথ্য থাকবে, মতুয়ারা ম্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে সেই লিঙ্কটাই দিতে পারেন। অর্থাৎ অনলাইন ফর্ম ফিলাপের ক্ষেত্রে এখন এই সার্টিফিকেটও গ্রাহ্য হল।

এ বিষয়ে তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর বলেন, "নির্বাচন কমিশন তো বলছে না ১১ টা নথি লাগবে না। সার্টিফিকেট গ্রাহ্য হবে সেটা বলছে, কিন্তু আধার কার্ডকে কেন মানছে না?"

যদিও বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ইতিমধ্যেই ৭০ হাজার মানুষ CAA-তে আবেদন করেছেন, তাঁদের সার্টিফিকেটও ইস্যু হয়েছে। তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম থাকবে। বাংলাদেশি হিন্দু শরনার্থীদের জন্য বিজেপিই রয়েছে।"

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতেই সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছিল, নাগরিকত্ব নিশ্চিত হওয়ার পরই পাওয়া যাবে ভোটাধিকার। তা নিয়ে ধন্দে ছিলেন মতুয়ারা। কারণ তাঁরা CAA-এর আবেদন করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, নাগরিকত্বের আবেদন করলেই ভোটার লিস্টে নাম তোলা যাবে না। অর্থাৎ প্রথমে নাগরিক হতে হবে, তারপরই তাঁরা ভোটাধিকার পাবেন। আবেদনকারীদের ফোনে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেটের মেসেজও ঢুকতে শুরু করে। কিন্তু সেটা কি আদৌ শুনানিতে গ্রাহ্য হবে, তা নিয়েই ধন্দ ছিল মতুয়াদের মধ্যে। কারণ মতুয়াদের ৯০ শতাংশই শুনানির জন্য ডাক পেয়েছেন। বঙ্গ সফর থেকে ফিরে গিয়েই মতুয়াদের উদ্দেশে বড় বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছিলেন, "আমি নিশ্চিত করছি, প্রত্যেক মতুয়া ও নমঃশুদ্র পরিবারের পাশে আমরা থাকব। তাঁরা তৃণমূলের দয়ায় নেই। মর্যাদার সঙ্গে মতুয়াদের ভারতে থাকার অধিকার আছে। আমাদের সরকার ঈঅঅ এনেছে। ইঔচ বাংলায় ক্ষমতায় এলে মতুয়া ও নমঃশুদ্রদের জন্য আরও অনেক কিছু করবে।" সেই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে শুনানির ঠিক আগের দিনই বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের।

নতুন বছরে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা, শান্তি-সমৃদ্ধির কামনা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর

সমকাল সংবাদ: নতুন বছরে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে উপ-রাষ্ট্রপতি সিভি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যরা।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "নতুন বছরের এই আনন্দের আবহে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই । দেশবাসী এবং ভারতের বাইরে থাকা ভারতীয়দের জন্য শুভেচ্ছা রইল। উপ-রাষ্ট্রপতি সিভি রাধাকৃষ্ণন ২০২৬ সালে প্রত্যেককে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি কামনা করেছেন, "এই বছর যে সবাইকে শান্তি দেয়, সুস্বাস্থ্য ও আনন্দে রাখে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "প্রত্যেককে সুন্দর ২০২৬ সালের শুভেচ্ছা জানাই। আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি কামনা করি। আপনারা সাফল্য অর্জন করুন এবং আপনারা যা করবেন, তা যেন পূরণ হয়। আমাদের সমাজে শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা হোক, তার জন্য প্রার্থনা করি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকালই নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের লেখা ও সুর দেওয়া একটি গানও শেয়ার করেছেন। গানটি গেয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক তথা গায়ক ইন্দ্রনীল সেন। এদিকে ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এনিয়ে বৃহস্পতিবার পোস্ট করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

মমতা বন্দয়োপাধ্যায় লিখেছেন "সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মা-মাটি-মানুষের সেবার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের আজকের দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের পথচলা শুরু হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক যাত্রাপথের মূল দিশারী দেশমাতৃকার সম্মান, বাংলার উন্নয়ন এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা। আজও আমাদের দলের প্রতিটি কর্মী-সমর্থক এই লক্ষ্যে অবিচল এবং অঙ্গীকারবদ্ধ। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগকে আমি বিনম্র চিত্তে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাই । তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার আজ অগণিত মানুষের আশীর্বাদ, অলোবাসা ও দোয়ায় পরিপূর্ণ। আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থনকে পাথেয় করেই বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য লড়াইয়ে অবিচল আমরা। কোনও রকম অপশক্তির কাছে মাথা নত নয়, সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের সংগ্রাম আজীবন চলবে। মা-মাটি-মানুষ পরিবারের সকল একনিষ্ঠ কর্মী, সমর্থককে জানাই প্রণাম ও শ্রদ্ধা।

ইতিমধ্যে বর্ষবরণ হয়ে গিয়েছে পৃথিবীর অনেক দেশে ! কিরিবাতি দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষত কিরিতিমাতি প্রথম ২০২৬ সালকে স্বাগত জানিয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জ বিশ্বের টাইম জোনে এমন অবস্থানে রয়েছে যে, প্রতি বার সবার আগে এখানেই নয়া বছরের ধ্বনি শোনা যায়। বেলা আরও গড়ালে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে নববর্ষ উদযাপন হবে। ভারতীয় সময় বিকেল ৪.৩০টের সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামোয়া দ্বীপপুঞ্জে বাজবে নয়া বছরের ঘণ্টা।

ইভিএম নয়, এসআইআরে ভোট চুরি করছে কমিশন; তোপ অভিষেকের

সমকাল সংবাদ: একের পর এক নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য ঘুরপথে কংগ্রেসকেই দায়ী করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুললেন তৃণমূল সাংসদ। আর এই চুরি ইভিএম-এ হচ্ছে না, হচ্ছে এই এসআইআর প্রক্রিয়ার লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি তালিকাকে ভিত্তি করে, দাবি অভিষেকের। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি একাধিক নির্বাচনে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন। কিন্তু অভিষেকের দাবি, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা ঝওজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিজেপির জন্য ভোট চুরি করছে নির্বাচন কমিশন।অর্থাৎ ভোটার তালিকা তৈরির সময়ই ভোট চুরি হচ্ছে। এর পরে আর কিছু করার থাকে না। তাঁর কথায়, "যে বিমানে বা ট্রেনে উঠছি, তার ইঞ্জিনেই যদি গণ্ডগোল থাকে, তাহলে তো আহত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।

দিল্লিতে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা ঝওজ প্রক্রিয়া নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে অভিষেকের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সাংসদদের একটি প্রতিনিধি দল। নির্বাচন সদনের বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বলেন, "ভোটার তালিকায় ভোট চুরি হচ্ছে। কংগ্রেস এটা ধরতে পারলে, হরিয়ানায় হারত না। লড়াইটা সোশাল মিডিয়ায় নয়।আসল লড়াইটা এখানে।

তিনি বলেন, "আমি সমমনস্ক দলগুলিকে সতর্ক করছি, এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোট চুরি হচ্ছে। ইভিএমে হচ্ছে না। ইলেক্ট্রনিক ভোটার মেশিন পরীক্ষার করার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না, এখানে কী অ্যালগোরিদমে কাজ হচ্ছে। এক কোটি বা ৫০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিতে কোন সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বলেন, "চুরি এখানে (কমিশনের সদর দফতরে) হচ্ছে । এটা আমরা ধরে ফেলেছি। যদি ভোট চুরি না-ই হয়ে থাকে, তাহলে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির তালিকা প্রকাশ করুক কমিশন। এর আগেও তো এসআইআর হয়েছে। কিন্তু কখনও সাসপিসিয়াস লিস্ট বা সন্দেহজনক তালিকা এবং

পরের অংশ তিনের পাতায়

নতুন বছরেও শীতের কাঁপন অব্যাহত, দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা

সমকাল সংবাদ: বর্ষশুরুর দিনে রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে শীত। যা উৎসবের আনন্দ দ্বিগুণ করেছে। বিদায়ী বছরের শেষ দিনে মরশুমের শীতলতম দিন দেখেছে কলকাতা । এই প্রথম ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে নেমেছিল কলকাতায় তাপমাত্রা । চলতি মরশুমে তো বটেই, গত সাত বছরে ডিসেম্বর মাসে এমন শীত পড়েনি কলকাতায় ।

২০১৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার পারদ নেমেছিল ১০.৬ ডিগ্রিতে । তারপর থেকে এই প্রথম বার শহরের তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি স্পর্শ করল ডিসেম্বরে । কলকাতা-সহ রাজ্যে জাঁকিয়ে শীতের পরিস্থিতি । গত ৪৮ ঘণ্টা জুড়ে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় হাড় কাঁপানো শীত চলছে । আগামী সাতদিন আবহাওয়া এমনই থাকবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস । সঙ্গে থাকবে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা । দৃশ্যমানতা কম থাকবে বেশ কিছু জেলায়। ভোর বা সকালের দিকে তাই রাস্তায় বেরোলে যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে দিনের আকাশ প্রধানত পরিষ্কার থাকবে । ভোর ও সকালে কুয়াশার দাপট থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথ াক্রমে ২২ এবং ১২ ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী চার-পাঁচদিনই কুয়াশার দাপট থাকবে । আজ বৃহস্পতিবার ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও দুই বর্ধমানে । তবে নতুন বছরের শুরু থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শীতের কামড় কিছুটা কমবে । আগামী তিন দিনে দক্ষিণের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে । তারপরের কয়েক দিন অবশ্য বিশেষ হেরফের হবে না দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় ।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আজ ও আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দার্জিলিংয়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সেই সঙ্গে শৈলরানির পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতও হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । থাকবে কুয়াশাও । আগামী তিনদিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন হবে না ।

বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড

বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০২.০৮ ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২০.০১ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০৫.০৩ ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ৬০ এবং সর্বোচ্চ ৯০ শতাংশ ।

মদ্যপ হয়ে গাড়ি চালানো অনেকটাই কমেছে শহরে

সমকাল সংবাদ: লাগাতার প্রচার ও কড়া নাকা তল্লাশির জেরে গত বছরের তুলনায় বর্ষশেষের রাতে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর ঘটনা কমেছে কলকাতায়। লালবাজার সূত্রে খবর, ৩১ ডিসেম্বর নিউ ইয়ার ইভে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে ধরা পড়েছেন ১৪৯ জন। এদের মধ্যে ৮০ শতাংশের বয়স ১৯ থেকে ৩৫-এর মধ্যে। এদের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট পড়ুয়া থেকে শুরু করে সদ্য ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হওয়া তরুণ-তরুণীও রয়েছেন। গত বছর এই সংখ্যাটা ছিল ২১১। যদিও বর্ষশেষের রাতে ইভটিজিংয়ের অভিযোগে ১১ জন এবং গোলমাল পাকানোর জন্য ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

লালবাজারের কর্তাদের বক্তব্য, 'চালকরা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন কি না, তা জানার জন্য বছরভর শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা আগের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে। একই সঙ্গে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর ফলে কী বিপদ হতে পারে, সে বিষয়ে লাগাতার প্রচারের কারণেই কমেছে এই প্রবণতা। তবে, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে রাশ টানা গেলেও অন্যান্য ট্র্যাফিক বিধিতে রাশ টানা যাচ্ছে না কিছুতেই। যা চিন্তায় রেখেছে লালবাজারের কর্তাদের।

বুধবার রাতে ট্রিপল রাইডিংয়ের অভিযোগে ২৩৫ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর জন্য ধরা পড়েছেন ৪৮০ জন। বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে ১৭৮ জনের বিরুদ্ধে। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো এবং বাইকে সওয়ারি হওয়ার প্রবণতায় রাশ কেন টানা যাচ্ছে না, সে বিষয়ে শহরের সব ট্র্যাফিক গার্ডের অফিসারদের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন লালবাজারের কর্তারা। পাশাপাশি, এই প্রবণতা ঠেকাতে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ট্র্যাফিক গার্ডের অফিসারদের। কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার(ট্র্যাফিক) ওয়াই এস জগন্নাথ রাও বলেন,'আগের তুলনায় মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর প্রবণতা কমেছে। তবে, হেলমেট ব্যবহারে এখনও কিছু লোকের অনীহা রয়েছে।'

৮.২২ ডাউন লোকাল ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের উদ্যোগে আনন্দ-আড্ডায় ভরপুর মিলন উৎসব

সমকাল সংবাদ: ব্যারাকপুরের দেবপুকুর এলাকায় স্থিতি ইউনিভার্সালা পার্কের সবুজ প্রান্তরে রবিবার জমে উঠল এক অনন্য মিলনমেলা। প্রতিদিন সকাল ৮টা ২২-র ডাউন লোকাল ট্রেন ধরে যারা অফিসে যান, সেই সব নিত্যযাত্রীদের উদ্যোগেই আয়োজন করা হয়েছিল এই বিশেষ অনুষ্ঠান। ট্রেনের ভিড়, হুড়োহুড়ি, ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিদিনের যাত্রায় তৈরি হওয়া বন্ধুত্বই আজ তাঁদের এক সুদৃঢ় পরিবারের মতো বেঁধে ফেলেছে - আর সেই সম্পর্কেরই আনন্দময় প্রকাশ ঘটল এই মিলনমেলায়।

আয়োজকদের কথা অনুযায়ী, এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য শুধু গল্পগুজব বা আড্ডা নয়, বরং বছরভর একসঙ্গে পথচলার স্মৃতিগুলোকে তুলে ধরা এবং নতুনদের আরও কাছে টেনে নেওয়া। নিত্যযাত্রীদের পরিবার-পরিজন, শিশু, প্রবীণ - সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সকাল থেকেই শুরু হয় খাওয়া-দাওয়া, বিভিন্ন খেলা, গান ও আনন্দ-উৎসব। কেউ রান্নায় হাত লাগালেন, কেউ আয়োজন সামলালেন, আবার কেউবা ব্যস্ত রইলেন অতিথিদের আপ্যায়ন করতে।

এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে অনেকেই বললেন, জীবনের চাপ, অফিসের দৌড়ঝাঁপ, নানান দুশ্চিন্তার মাঝেও এই মিলনমেলা তাঁদের মানসিক স্বস্তি দেয়। প্রতিদিনের ট্রেনযাত্রা শুধু যাতায়াত নয় - ধীরে ধীরে তা হয়ে উঠেছে জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এক নিত্যযাত্রী সুবির দাসের মন্তব্য, "যতদিন যাতায়াত থাকবে, ততদিন এই মিলনমেলায় আমি আসব। এই মানুষগুলোই আমার দ্বিতীয় পরিবার।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের মত, এই ধরনের উদ্যোগ সমাজকে একত্রে বাঁধতে সাহায্য করে। ট্রেনে পাশাপাশি বসে থাকা অচেনা মানুষরা আজ আত্মীয়ের মতো হয়ে উঠেছেন। ভবিষ্যতেও এই মিলনমেলা নিয়মিতভাবে করা হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। তারা আশা প্রকাশ করেন, এই বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতার এই পরিবেশ আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করবে।

ব্যারাকপুরের দেবপুকুরে নিত্যযাত্রীদের এই মিলনমেলা প্রমাণ করেছে-যাতায়াতের পথও কখনো কখনো হয়ে উঠতে পারে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পর্কের

ব্যারাকপুরে স্বনির্ভরতার নতুন দিশার নাম 'শুক্তি'

নিজস্ব সংবাদদাতা: মাটি দিয়েই মূলত ইট তৈরি হয়। কোথাও কোথাও ছাঁচে সিমেন্ট ফেলে ইট তৈরি হয়ে থাকে। এ বার ফেলে দেওয়া বর্জ্যকে কাজে লাগিয়ে ব্লক ব্রিক তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিল উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর-২ ব্লকের মোহনপুর গ্রামপঞ্চায়েত। এমন উদ্যোগ রাজ্যে প্রথম বলেই দাবি করা হচ্ছে। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে মোহনপুর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে চলছে এই প্রকল্প। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের এই প্রকল্পের নাম শুক্তি।

রাজ্য সরকারের নির্মল বাংলা প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য- আলাদা করে ফেলতে বলা হচ্ছে। পুরসভা, পঞ্চায়েত থেকে বাড়ি বাড়ি আলাদা বালতিও দেওয়া হয় তার জন্য। পচনশীল বস্তু দিয়ে যেমন সার তৈরি করা হচ্ছে, তেমনই অপচনশীল বস্তু অন্য ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে।

মোহনপুর পঞ্চায়েতের তরফে এই প্রকল্পের জন্য একটি সংস্থাকে কাজে লাগানো হয়। তারাই ব্লকের কিছু মানুষকে দু'দিনের প্রশিক্ষণ দেয়। তত্ত্বাবধানে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল কর, নির্মাণ সহায়ক ধীমান পাল।

সেচ দপ্তর থেকে জমি দেওয়ার পরে জায়গাটি ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা হয়। ২০২৫ সালের জুন মাসে শুরু হয় কাজ। বর্তমানে পুরুষ, মহিলা মিলিয়ে ১৪ জন কাজ করছেন। জানা গিয়েছে, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে পুরোদমে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমেই ক্লাস্টার তৈরি করে এই কাজ চলবে। এর ফলে ১০০ জনের কাছাকাছি কর্মসংস্থান হবে বলে আশাবাদী পঞ্চায়েত। এখানে বর্জ্য, আবর্জনা সংগ্রহ করে এনে তা দু'টি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। একটি ভাগ পচনশীল, যা দিয়ে জৈব সার তৈরি হয়। অন্যদিকে অপচনশীল পদার্থ, যেমন প্লাস্টিক থেকে বিভিন্ন ফেলে দেওয়া দ্রব্যকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে ব্লক ইট।

এ ইটের এমন জোর, হাতুড়ি দিয়ে মারলেও ভাঙবে না, পুড়বে না আগুনেও। মূলত প্লাস্টিক ডাস্ট, চুন, বালি এবং রং ব্যবহার করা হচ্ছে। আপাতত এই ব্লক ইট রাস্তা তৈরি কাজে ব্যবহার হবে। মোহনপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল কর বলেন, 'আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক ধীমান পালের সহায়তায় এ কাজ সম্ভব হচ্ছে। এই প্রকল্প চালু হলে এবং সরকার এখানে তৈরি জিনিস বিক্রয়ে উদ্যোগী হলে, মোহনপুর-সহ রাজ্যের অর্থনীতি যেমন চাঙ্গা হবে, তেমন সরকারের এই কাজের আলাদা প্রচারও হবে।' শুধু ইট নয়, ওষুধের স্ট্রিপ ফয়েল থেকে অ্যালুমিনিয়াম বের করার কাজও করা হচ্ছে এখানে। চলছে হ্যান্ডমেড পেপার তৈরির কাজও। মোট তিন একর জমিতে এই প্রকল্প গড়ে উঠেছে। এই কাজে স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি অন্যতম ভূমিকা রয়েছে। তৈরি হওয়া বিভিন্ন মেটিরিয়াল ল্যাব টেস্ট থেকে অর্থনৈতিক সহায়তা সবরকম সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মোহনপুর পঞ্চায়েতকে স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি।

সি মুরুগানের হেনস্থার ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ

সমকাল সংবাদ: বাংলায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ খতিয়ে দেখতে গিয়ে বারবার বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক সি মুরুগানকে। কয়েকদিন আগেই মগরাহাটে তাঁর গাড়িকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় এবার ডিজিপি রাজীব কুমারের কাছে রিপোর্ট তলব করল কমিশন ।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্য পুলিশকে সতর্ক করেছে যে, রোল অবজার্ভাররা দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতা দক্ষিণে সফরের সময় যথাযথ নিরাপত্তা পাননি। কমিশনের পর্যবেক্ষণ শ্রী সি মুরুগান গত ৩০ ডিসেম্বর এই ধরনের ঘটনাগুলোর রিপোর্ট পাঠিয়েছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, মগরাহাট-১, মগরাহাট-২ এবং কুলপি ব্লকের এসআইআর হিয়ারিং ক্যাম্পগুলোতে পর্যবেক্ষকের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা যথাযথ ছিল না। পর্যবেক্ষককে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় যেতে হয়েছে, যেখানে স্লোগান দেওয়া, জনসমাগম, সরকারি কাজে বাধা এবং পর্যবেক্ষকের গাড়িতে হামলা করা হয়েছে। গত ২৯ ডিসেম্বর ৩০ থেকে ৪০ জন অজ্ঞাত,উত্তেজিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল।

সি মুরুগানের সফর সম্পর্কে আগে থেকে পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটল, ডিজিপিকে চিঠি লিখে জবাব চাইল কমিশন। এমনকি এই গোটা ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের গুরুতর গাফিলতি দায়ী বলেও জানিয়েছে কমিশন। আগামী ৬ জানুয়ারি, বিকেল ৫টার মধ্যে রাজীব কুমারকে জবাব দিতে হবে। পাশাপাশি, রোল অবজার্ভার-সহ এসআইআরের কাজে নিযুক্ত সকলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

মগরাহাটের ঘটনার পর সমকাল সংবাদ তরফে সি মুরুগানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, "এ নিয়ে আমি কিছু বলব না। তবে হ্যাঁ আমি আমার কাজ করতে এসেছি। হিয়ারিং (শুনানি) কেমন চলছে ভিজিট করতে গিয়েছিলাম। এখানে অসুবিধা কোথায়? আমি ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার কথা সিইও-কে জানিয়েছি।

হাওড়া থেকে দার্জিলিং পৌঁছে যাবেন ২ ঘণ্টায়?

নিজস্ব সংবাদদাতা: অবশেষে চালু হচ্ছে বুলেট ট্রেন। দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী। অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, ২০২৭ সালের মধ্যে বুলেট ট্রেন তৈরি হয়ে যাবে। ১৫ অগস্ট থেকে তা চালুও হয়ে যাবে। প্রথমে সুরাট থেকে বিলিমোরা, তারপর ভাপী থেকে সুরাট। তারপর ভাপী থেকে আহমেদাবাদ। অবশেষে মুম্বই থেকে আহমেদাবাদ।' ২০২৭ সালে বুলেট ট্রেন এবং হাইস্পিড রেল করিডরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাপী থেকে সুরাট পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার পথে এই ট্রেন ছুটবে বলেই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী। মুম্বই থেকে আহমেদাবাদের দূরত্ব মোট ৫৪০ কিলোমিটার। কিন্তু হাইস্পিড রেল করিডোর দিয়ে এই দুই শহরকে জুড়ে দেওয়া যাবে মাত্র ১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিটে। এই সময়কালে মোট ৪টি স্টপেজ রয়েছে। তবে কোনও ক্রমে যদি ১২টি স্টপেজেই ট্রেনটিকে দাঁড়াতে হয়, সেক্ষেত্রে সময় লাগবে ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট।'

৮ পুরসভায় ৬০০ ভুয়ো নিয়োগ! আমলার নামে চার্জশিটে

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিধানসভা নির্বাচনের আগেই পুর-দুর্নীতি মামলায় কোমর বেঁধে ময়দানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার চূড়ান্ত চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। আমলা জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায় ও একটি সংস্থার নামে চার্জশিট। ৮ পুরসভায় ৬০০ ভুয়ো নিয়োগ করা হয়েছে বলে সিবিআই চার্জশিটে উল্লেখ করেছে। জোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়ের নামে অনুমোদনের জন্য রাজ্যের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে। এই মামলায় চার্জ গঠন করে শুনানি শুরুর জন্য আবেদন করা হয়েছে। নেই কোনও মন্ত্রী বা প্রভাবশালীর নাম। দক্ষিণ দমদম, কামারহাটি, বরাহনগর, উত্তর দমদম, রানাঘাট-সহ আটটি পুরসভার নাম চার্জশিটে।

চন্দ্রনাথের ৪ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

নিজস্ব সংবাদদাতা: বছর শুরু ভালো কাটলো না কারা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মন্ত্রীর প্রায় চার কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি। নিজের নামে, স্ত্রীর নামে ও দুই ছেলের নামে থাকা ১০টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আদালতে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের কথাও জানিয়েছে ইডি। জানা গিয়েছে, বাজার, ফ্ল্যাট, জমি মিলিয়ে ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে চন্দ্রনাথ সিনহার। রেজিট্রেশনের সময় যে দামে কেনা হয়েছিল সেই মূল্য ধরেই বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির হিসাব দেওয়া হয়েছে।বর্তমান বাজারদর দ্বিগুণ। চন্দ্রনাথ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে, পরবর্তীতে এই সম্পত্তি নিলাম করতে পারবে ইডি।

ব্রিগেডের পর আবার হচ্ছে গীতাপাঠ, এবার কোথায়?

নিজস্ব সংবাদদাতা: ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের পর এবার বীরভূমে পাঁচ হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠ। বীরভূমের নলহাটিতে ২ নম্বর ব্লকের প্রসাদপুর গ্রামে এই গীতাপাঠের অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বেলডাঙার আশ্রমের কার্তিক মহারাজ সহ একাধিক মন্দির ও আশ্রমের সাধু-সন্ন্যাসীরা। এখন থেকেই চোখে পড়ার মতো ভিড় সেখানে। আরও ভক্তের সমাগম হবে। ব্রিগেডের গীতাপাঠের অনুষ্ঠানের মতোই এই অনুষ্ঠানেও সাড়া মিলবে বলে আশাবাদী সকলে। আবার একাংশের প্রশ্ন, শুধুই ধর্ম? নাকি ধর্মের মধ্যে রাজনীতি মিশিয়ে ভোটের বাজারে ফায়দা তুলতে চাইছে রাজনৈতিক দলগুলি?

এসআইআরে ভোট চুরি করছে কমিশন

লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি তালিকা বলে কিছু ছিল না। ২০০২ ও ২০০৩ সালে এসআইআরের সময় সাসপিসিয়াস লিস্ট বলে কিছু ছিল না । জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে অভিষেকের বক্তব্য, "আমি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (জ্ঞানেশ কুমারকে) বলেছি, এই সাসপিসিয়াস লিস্টের ভিত্তিতে আপনি ভোটার তালিকাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করছেন। এই তালিকা কোথা থেকে এল ? কে তৈরি করেছে ? আপনি যে সফ্টওয়্যার ব্যবহার করছেন, সেটা আমাদের না দেখালেও সংবাদমাধ্যমকে অন্তত দেখান।

ভোট চুরি নিয়ে অভিষেকের দাবি, "বাংলার ভোটার তালিকায় ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটারের নাম ছিল। ৫৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে । এবার ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারের নাম রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ৮০ হাজার বিএলও, ৮ হাজার বিএলও সুপারভাইজার, ৩ হাজার এইআরও, ৩০০ ইআরও, ২৩ ডিইও, এবং পুরো ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হয়েছে এবং তাঁরা দুমাসে এটা করছেন। কমিশনের কাছে কী এমন জাদু আছে, এক ঘণ্টায় তালিকা স্যানিটাইজ করে বলে দিচ্ছে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি আছে ?

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের প্রশ্ন, "কবে লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির তালিকা দেওয়া হয়েছে ? ১৬ ডিসেম্বর। খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর। যেটা এক লক্ষ লোকের করতে ২ মাস সময় লাগছে, সেটা আপনি এক ঘণ্টায় কী করে করলেন ? এ থেকেই বোঝা যায় যে, আপনি কতটা ভয়ে রয়েছেন। আপনি চান না যে, মানুষ ভোট দিক।

বিজেপির বিরুদ্ধে অভিষেক তোপ দেগে বলেন, "এর আগে ভোটাররা সরকার নির্বাচিত করতেন। এখন সরকার ঠিক করে দিচ্ছে কারা ভোট দিতে পারবেন। এটাই বিজেপির নতুন ভারত। আগে ভোটাররা ঠিক করতেন, প্রধানমন্ত্রী কে হবেন ? সরকার কে গড়বে । এখন সরকার ঠিক করে বুথে কে যাবে, আর ভোট কে দেবে। সারা দেশের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে এই ভোটার তালিকায় চুরি রুখতে হবে। বাংলায় ডানকুনি পুরসভায় আমাদের এক কাউন্সিলর জীবিত, তালিকায় তাঁকে মৃত দেখানো হয়েছে। এরকম হাজারটা ঘটনা আছে।

তৃণমূল সাংসদ আরও বলেন, "আমরা আট-দশটা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছি। দুপুর ১২টায় বৈঠক শুরু হয় এবং আড়াই ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে। এর একমাস আগে ২৮ নভেম্বর তৃণমূলের ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমরা কমিশনকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু একটিরও ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারেনি কমিশন। ওই রাতেই কমিশন বাছাই করা কয়েকজন সাংবাদিকের কাছে কিছু তথ্য ফাঁস করে। তারা দাবি করে, সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। অভিষেক বলেন, "তারপরেই আমি সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলাম দু-তিনটির বাইরে আমরা কোনও প্রশ্নের উত্তর পাইনি । কোনও কিছু পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেননি তিনি (জ্ঞানেশ কুমার) । আমরা যখন এসআইআর নিয়ে কথা বলতে চাইছি, তখন তাঁরা নাগরিকত্বের বিষয়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের কাছে কোনও কিছুই সঠিক উত্তর নেই। এদিন তৃণমূলের প্রতিনিধি দলে ছিলেন- মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মানস ভুঁইয়া, রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ওব্রায়েন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকেত গোখেল, মমতাবালা ঠাকুর, লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাদিমুল হক।

রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা মার্চ-এপ্রিলে। তার আগে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন চলছে পশ্চিমবঙ্গে । গত ৪ নভেম্বর থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গত ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। এখন চলছে এসআইআর-এর শুনানি পর্ব। এই পর্বে প্রবীণদের অশক্ত ও অসুস্থ শরীরে হাজিরা দেওয়া নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠেছে। তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এদিন কমিশনের কাছে এই বিষয়টিও তুলে ধরে তৃণমূল। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি এসআইআর পরবর্তী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে।

সুপ্রিম কোর্টে বিড়ম্বনায় খুনে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন

নিজস্ব সংবাদদাতা: আদালতে বিড়ম্বনা কাটল না ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। সল্টলেকে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে মূল অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। ওই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন প্রশান্ত, সেটা খারিজ হয়ে যায়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন প্রশান্ত। ওই মামলাতেই বেশ কিছু ত্রুটি চিহ্নিত করেছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে মঙ্গলবার সেইসব ত্রুটির কথা জানিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ফলে সেইসব ত্রুটি শুধরে নিয়ে আগামী সোমবার আদৌ ওই মামলার শুনানি হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এর আগে মামলা দায়েরের সময়ে, স্থির হয়েছিল ২ জানুয়ারি অর্থাৎ আগামী সোমবার শুনানি হবে।

কী কী ত্রুটি রয়েছে?

সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, বিডিও-র দায়ের করা মামলায় ৫টি ত্রুটি রয়েছে। ওই মামলার নথিতে কোথায় কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা বিস্তারিত জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। নিয়ম অনুযায়ী, এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য ৯০ দিন সময় পান মামলাকারী। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ত্রুটি শুধরে ফেলা হয়, তাহলে দায়ের করা পুরোনো মামলাতেই শুনানি হতে পারে। অভিজ্ঞ আইনজীবীরা জানাচ্ছেন, এই কয়েকদিন সর্বত্র ছুটি রয়েছে। এই অবস্থায় সব ত্রুটি ঠিক করে নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত দিনে অর্থাৎ ২ জানুয়ারি শুনানি প্রায় অসম্ভব। বিডিও-র দায়ের করা মামলার নথিতে যে

নথিগুলি যুক্ত করা হয়েছে তার সঠিক বিবরণ সূচিপত্রে নেই বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি ত্রুটি হিসেবে জানানো হয়েছে, সঙ্গে থাকা নথির ৫টি পৃষ্ঠার টাইপ করা কপি দেওয়া হয়নি। যা থাকা জরুরি। সংযুক্ত করা একটি নথিতে কেস নম্বর দেওয়া নেই বলেও জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এ দিকে এর আগে বিধাননগর আদালতের দেওয়া জামিন, হাইকোর্টে খারিজ করার পর থেকে প্রভাবশালী বিডিও-র দেখা পাওয়া যাচ্ছে না বলে জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ বিডিও অফিস সূত্রে খবর। মহকুমা প্রশাসন সূত্রে খবর, বিডিও না থাকায় এখন ঝওজ আবহে গোটা প্রক্রিয়া সামাল দিচ্ছেন যুগ্ম বিডিও। যদিও প্রশান্ত বর্মন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে অনুপস্থিত কি না, সে ব্যাপারে জেলা প্রশাসন মুখ খুলতে চায়নি।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত বিরাটি স্টেশন লাগোয়া বাজারের ২০০ দোকান

গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ভস্মীভূত বিরাটি স্টেশন লাগোয়া যদুবাবুর বাজার। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে প্রায় সমস্ত দোকানই। সূত্রের খবর, প্রায় ২০০-র কাছাকাছি দোকান পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল বাহিনীকে। শেষে বিরাটি ফ্লাইওভারের উপর দমকলের বড় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ছোট গাড়িতে জল ভরে রিল সিস্টেম ব্যবহার করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তবে, মঙ্গলবার সকালেও কিছু কিছু জায়গা থেকে ধিকিধিকি ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। দমকল কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে কোনও আশঙ্কা নেই বলে দাবি করেছে। তাদের আরও দাবি, পকেট ফায়ারের উৎস খুঁজে তা দ্রুতই আয়ত্তে আনা সম্ভব হবে। এদিকে, উৎসবের মরশুমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে রোজগারের সর্বস্ব হারিয়ে মাথায় হাত পড়েছে ব্যবসায়ীদের।

একদিকে মাঠের লড়াই, অন্যদিকে ব্র্যান্ড-যুদ্ধ! নাইকি না অ্যাডিডাস-জিতবে কে?

নিজস্ব সংবাদদাতা: ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ শুরু হলে চোখ থাকবে শুধু ট্রফির দিকেই-এমনটা ভাবা ভুল। মাঠের বাইরেও চলবে সমান দ্বন্দ্ব। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বে দু'টি স্পোর্টসওয়্যার জায়ান্ট-নাইকি আর অ্যাডিডাস। কে বেশি জার্সি বিক্রি করবে, বেশি করে তরুণকে কাছে টানবে, ফ্যাশন আর পারফরম্যান্স-দু'টোই একসঙ্গে মেলাতে পারবে-এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মিলবে আগামী গ্রীষ্মের বিশ্বকাপে। ব্লুমবার্গের বিশ্লেষণ বলছে, এই লড়াইয়ে আপাতত এগিয়ে নাইকি। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, আসল 'ম্যাচ' এখনও শুরুই হয়নি!

হোম অ্যাডভান্টেজ নাইকির

এই বিশ্বকাপ বসছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো-নাইকির 'হোম মার্কেট'-এ। উত্তর আমেরিকাই তাদের সবচেয়ে বড় বাজার, যেখানে মোট বিক্রির ৪০ শতাংশের বেশি আসে। সাম্প্রতিক আর্থিক বছরে এই অঞ্চলে নাইকির মুনাফা আবার চড়তে শুরু করেছে-যা সংস্থার জন্য বড় স্বস্তি। উপরন্তু, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা জাতীয় দলের স্পনসরও তারা। ফলে চোখে পড়ার আর প্রভাব-দুই-ই তাদের হাতে।

নাইকির বর্তমান সিইও এলিয়ট হিল ২০২৪ সালের অক্টোবরে দায়িত্ব নিয়েছেন। নতুন পণ্য ডিজাইন থেকে দোকানের তাক পর্যন্ত পৌঁছতে সাধারণত ১৮ মাস সময় লাগে। সেই হিসেবে ছাব্বিশের বিশ্বকাপ তাঁর প্রথম বড় পরীক্ষা। নাইকি ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, এই টুর্নামেন্টে তারা নতুন 'এরো-ফিট' কুলিং ফ্যাব্রিক আনছে-যাকে হিল বলেছেন 'শরীরের জন্য এয়ার কন্ডিশনিং'। তীব্র গরমে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স ধরে রাখতেই এমন প্রযুক্তি।

এ ছাড়াও নতুন টিয়েম্পো বুট, যা পরছেন ব্রাজিলের উদীয়মান তারকা এস্তেভাও উইলিয়ান, আর গোলকিপার-অনুপ্রাণিত স্ট্রিটওয়্যার কালেকশন 'হলিউড কিপার্স'-সব মিলিয়ে নাইকি চাইছে মাঠ আর মাঠের বাইরের ফ্যাশনকে এক সুতোয় বাঁধতে। বিশ্লেষকদের মতে, শুধু এই বিশ্বকাপ থেকেই সংস্থার অতিরিক্ত আয় হতে পারে প্রায় ১.৩ বিলিয়ন ডলার!

অ্যাডিডাসের ঐতিহ্য বনাম নাইকির তারকা-রাজনীতি

তবে ফুটবল মানেই অ্যাডিডাস-এই ধারণাটা এখনও অনেকের মাথায় গেঁথে। ইতিহাস, ঐতিহ্য আর খেলাটার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক-এই তিনটে অ্যাডিডাসের শক্তির জায়গা। ২০২৬ বিশ্বকাপের অফিসিয়াল বলও বানাচ্ছে তারাই।

সিইও বোয়েরেন গুলডেন জানেন, ফুটবল পারফরম্যান্স গিয়ারের বাজারে লড়াই কঠিন। তাই তিনি খেলাধুলোর পোশাককে আরও স্টাইলিশ করে তুলতে চাইছেন। কৌশল স্পষ্ট-অ্যাডিডাস অরিজিনালস, যেটা এতদিন ক্যাজুয়াল বা লাইফস্টাইল ফ্যাশনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাকে পারফরম্যান্স স্পোর্টসের সঙ্গে মেলানো। অর্থাৎ, জার্সি কিনতে না চাইলেও, অনেকেই যেন দলের রঙে স্নিকার্স কিনতে আগ্রহী হন। জামাইকার মতো দলের ক্ষেত্রে এই রঙিন কালেকশন বিক্রির বড় সুযোগ দেখছে অ্যাডিডাস। গালডেনের দাবি, বিশ্বকাপ থেকে অ্যাডিডাসের বিক্রি হতে পারে প্রায় এক বিলিয়ন ইউরো।

মাঠে নামছে আরও অনেক ব্র্যান্ড

এই লড়াই কিন্তু শুধু নাইকি বনাম অ্যাডিডাসে আটকে নেই। পুমা পর্তুগাল দলকে স্পনসর করছে। নতুন সিইও আর্থার হোল্ডের লক্ষ্য-পুমাকে বিশ্বের সেরা তিন স্পোর্টস ব্র্যান্ডের একটায় পরিণত করা। পাশাপাশি স্কেচার্সও ফুটবলে ঢুকে পড়েছে, হ্যারি কেনকে স্পনসর করে তারা। নিউ ব্যালান্স বুকায়ো সাকার সঙ্গে যুক্ত। এমনকি রিবকও নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

এই সব 'চ্যালেঞ্জার ব্র্যান্ড' বিশ্বকাপকে ব্যবহার করবে নিজেদের নাম ছড়াতে। তারকাকেন্দ্রিক খেলাধুলোর যুগে একজন খেলোয়াড়ের একটিমাত্র মুহূর্তও পুরো ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি বদলে দিতে পারে-ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর কোকা-কোলা সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা আজও মার্কেটিংয়ের কেস স্টাডি।

সব মিলিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ নাইকির কাছে সুবর্ণ সুযোগ-কিন্তু ঝুঁকিও সমান। হোম অ্যাডভান্টেজ, নতুন প্রযুক্তি আর বিপুল মার্কেটিং বাজেট থাকলেও, একটিমাত্র ভুল বা ভুল বার্তা সব হিসেব ওলটপালট করে দিতে পারে। অন্যদিকে অ্যাডিডাস ঐতিহ্য আর স্টাইলের জোরে লড়াই জমিয়ে রাখতে প্রস্তুত। এই বিশ্বকাপ শেষে কে জিতবে-ট্রফি নয়, বরং ব্র্যান্ড-যুদ্ধ-সেদিকে তাকিয়ে সকলে।

আশঙ্কার কালো মেঘ সরিয়ে অবশেষে শুরু হচ্ছে আইএসএল!

নিজস্ব সংবাদদাতা: কয়েক সপ্তাহের অনিশ্চয়তা, জল্পনা আর আর্থিক টানাপড়েনের পর অবশেষে স্পষ্ট বার্তা এল, মিলল দিশা। ২০২৫-২৬ মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চালু হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন নিশ্চিত করেছে, আইএসএল শুরু করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। তারিখ ঘোষণা হবে আগামী সপ্তাহে।

মাস্টার রাইটস চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল, তার ইতি টানতেই এই সিদ্ধান্ত। এআইএফএফের এমার্জেন্সি কমিটি আইএসএল-এআইএফএফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির রিপোর্ট খতিয়ে দেখে লিগ আয়োজনের ছাড়পত্র দিয়েছে।

কেন এত দেরি?

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আগের বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে মাস্টার রাইটস অ্যাগ্রিমেন্ট শেষ হয়ে যায়। তারপর থেকেই আইএসএলের ভবিষ্যৎ ঝুলে। সম্প্রচার, উৎপাদন খরচ, ক্লাব ফি-সব কিছু নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

এই পরিস্থিতিতে এআইএফএফ একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করে। তাদের রিপোর্ট জমা পড়ে ২ জানুয়ারি। যা পর্যালোচনা করেই এমার্জেন্সি কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়-লিগ এভাবে আর ফেলে রাখা যাবে না। কমিটির সুপারিশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রতিযোগিতা শুরুর তারিখ অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে। কোনও ক্লাব যদি অংশ নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে অযোগ্য ঘোষণা করে নিচের ডিভিশনে নামিয়ে দেওয়া হবে।

৯.২০ কোটি টাকায় কিনেও ছেড়ে দিল ককজ! আইপিএল থেকে বাদ পড়া নিয়ে কী বললেন মুস্তাফিজুর

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিসিসিআইয়ের নির্দেশের পর বাংলাদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স । বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি- অশান্তি, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের একের পর এক ঘটনার রেশ এসে পড়েছে ভারতেও। আর তার জেরেই মুস্তাফিজুরকে দলে রাখা নিয়ে বিতর্কের মুখে পড়তে হচ্ছিল কেকেআরকে । এরপরই বাংলাদেশি ফাস্ট বোলারকে দল থেকে সরানো হল, সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার কয়েকঘণ্টা পর এনিয়ে প্রথমবার মুখ খুললেন মুস্তাফিজুর।

মুস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, "দল থেকে যদি ছাঁটাই করা হয়, তখন আর কী করা যাবে?চ মুস্তাফিজুরের সঙ্গে ককজ-এর চুক্তি হয়েছিল ৯.২০ কোটি টাকায়, যা গত ডিসেম্বরের আইপিএল-এর মিনি-নিলামে সাইন করা হয়েছিল। চুক্তির শুরুতে কেবল খেলার যোগ্যতার কারণে আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু পরে তা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে বাংলাদেশে কিছু সহিংস ঘটনার পর এবং ভারতের নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্বেগের কারণে এই বিতর্ক তীব্র হয়। বিষয়টি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচি প্রকাশ্যে মুস্তাফিজুরের খেলা নিয়ে আপত্তি জানান। কিছু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সমর্থন পেয়ে এই বিতর্ক আরও বাড়ে। ককজ-এর মালিক শাহরুখ খানের সমর্থনও সমালোচনার মুখে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষপর্যন্ত বিসিসিআই হস্তক্ষেপ করে। ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিত সাইকিয়া জানিয়েছেন, "সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে ককজ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে মুক্ত করতে হবে।চ তিনি আরও যোগ করেন, "যদি বিকল্প খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয়, তবে ইঈঈও সেই পরিবর্তনের অনুমতি দেবে।চ ককজ-ও অফিসিয়াল বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, "ইঈঈও/ওচখ-এর নির্দেশে মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওচখ-এর নিয়ম অনুযায়ী দলকে বিকল্প খেলোয়াড় সাইন করার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে।"

অন্যদিকে, ক্রিকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে মুস্তাফিজুরকে ছাড়া ককজ-এর ওভারসিজ ফাস্ট বোলিং বিভাগে বড়সড় শূন্যতা তৈরি হয়েছে। মুস্তাফিজুর ছিলেন সীমিত ওভারের ফরম্যাটে তাঁর দক্ষতা ও বিভিন্ন ধরনের বোলিংয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। বিশেষ করে স্লো পিচে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। তবে, ইঈঈও-এর আশ্বাস অনুযায়ী ককজ এখন বিকল্প খেলোয়াড় সাইন করতে পারবে এবং নতুন করে দল সাজাতে পারবে।

এভাবে, মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দেওয়া রাজনৈতিক চাপ ও নিরাপত্তা বিষয়ক কারণে হলেও, ককজ-এর সামনে এখন বিকল্প পরিকল্পনা নেওয়ার সুযোগ আছে। ওচখ ২০২৬ শুরু হওয়ার আগে দলটি নতুন করে প্রস্তুতি নিচ্ছে, যেখানে মুস্তাফিজুরের অভাব মেটাতে হবে।

ফুটপাতের দোকান থেকে বাংলার জার্সি - জেলার প্রথম মহিলা ক্রিকেটার নম্রতা চন্দ্রের অনুপ্রেরণার গল্প

বীরভূম: রামপুরহাটের নিশ্চিন্তপুরের কিশোরী নম্রতা চন্দ্র লেখল ইতিহাস। বাংলা অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা ক্রিকেট দলে সুযোগ পেয়েছে মাত্র তেরো বছরের এই বোলিং অলরাউন্ডার। জেলার ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মহিলা ক্রিকেটার বাংলার দলে সুযোগ পেলেন-স্বাভাবিকভাবেই বর্ষশেষে আনন্দের হাওয়া বইছে রামপুরহাট থেকে শুরু করে গোটা জেলাজুড়ে।

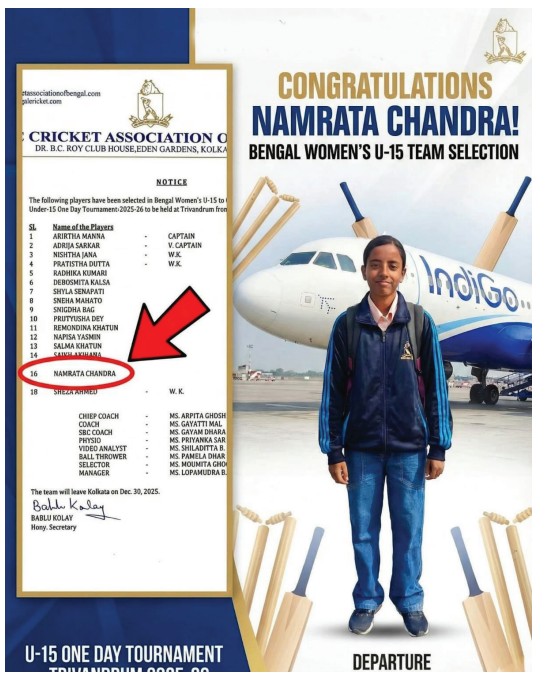

নম্রতার এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ লড়াই। বাবা উমেশকুমার চন্দ্র সর্বশিক্ষা মিশনের চুক্তিভিত্তিক কর্মী। সংসারের হাল ধরতে পাশাপাশি ফুটপাতে ছোট্ট মোমোর দোকানও চালান তিনি। সীমিত সাধ্য, অনিশ্চিত আয়-তবুও মেয়ের স্বপ্নে কখনও আঁচ পড়তে দেননি। ক্রিকেটের কিট, প্র্যাকটিসের খরচ, ভ্রমণ-সব সামলে নেওয়া সবসময় সম্ভব হয়নি। কিন্তু নম্রতার ইচ্ছে, জেদ আর পরিশ্রম তাঁকে বারবার এগিয়ে নিয়ে গেছে।

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোর প্রতি আকর্ষণ ছিল নম্রতার। মাত্র ছ'বছর বয়সে কোনও সহায়তা ছাড়াই বাড়ির পিলারে উঠে পড়তে দেখে বাবা প্রথমে তাকে জিমনাস্টিকে ভর্তি করেন। পরে রামপুরহাট মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে শুরু হয় ক্রিকেটের পথ চলা। কোচ দেবাশিস শীলের নজরে পড়ে সে চুঁচুড়ায় উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়। পরে 'ভিশন-২৮' ক্রিকেট স্টেজে ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, মনোজ তেওয়ারি, অশোক দিন্দার মতো তারকাদের পরামর্শ ও পরিশ্রমে আরও ঘষেমেজে তৈরি হয়েছে নম্রতা। রামপুরহাট গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী নম্রতা আগামী বছর অষ্টম শ্রেণিতে উঠবে। মাঠের বাইরে সে শান্ত, কিন্তু মাঠে নামলেই আত্মবিশ্বাসী। গত বছর শিলিগুড়িতে জেলার হয়ে দারুণ পারফরম্যান্স নজর কেড়েছিল সবার। এ বছর বিপিএলে মুর্শিদাবাদ কুইনসের হয়ে খেলেছে। সম্প্রতি গুজরাত সফর শেষে বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে ধারাবাহিক সাফল্যই তাকে জায়গা করে দিয়েছে বাংলার অনূর্ধ্ব-১৫ দলে। আগামী ২ জানুয়ারি কেরলে বিহারের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে তার অভিষেক হওয়ার কথা।

খবর পাওয়ার মুহূর্তের অনুভূতি জানিয়ে নম্রতা বলে, "দু'দিন আগে বাংলার দলের তালিকায় ১৬ নম্বরে নিজের নাম দেখে খুব খুশি হয়েছি। বাবা-মা, স্যাররা না থাকলে এটা সম্ভব হত না। একদিন জাতীয় দলে খেলতে চাই।"

বাবা উমেশবাবুর চোখে জল, "মেয়ে যখন বলল বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছে-বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ওকে একদিন দেশের জার্সিতে দেখতে চাই-এই প্রার্থনাই করছি।"

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মল্লিকা হালদার বলেন, "ইচ্ছে ও জেদ থাকলে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও সাফল্য আসে-নম্রতা তার প্রমাণ। খেলার জন্য যখনই ছুটি চেয়েছে আমরা পাশে থেকেছি। এবার মাঠে নামলে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেবে বলে আশা।"

নম্রতার স্বপ্ন এখন আরও বড়। পরিবারের হাত ধরেই সে এগোতে চায়। তার গল্প জানিয়ে দেয়-সংগ্রাম কখনও ব্যর্থ হয় না; সুযোগ পেলে প্রতিভা নিজের জায়গা তৈরি করেই নেয়।

টুর্নামেন্ট খেলতে কলকাতা আসছেন না গুকেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা: নতুন বছরের শুরুতেই কলকাতার দাবা অনুরাগীদের জন্য বড়সড় হতাশা! বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দোম্মারাজু গুকেশ ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে টাটা স্টিল চেস ইন্ডিয়া র‍্যাপিড ও ব্লিটজ থেকে সরে দাঁড়ালেন। ৭ থেকে ১১ জানুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলা এই টুর্নামেন্টে তাঁর খেলার কথা ছিল। শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার আয়োজকদের পাশাপাশি শহরের তামাম দাবাপ্রেমী নিরাশ।

আয়োজকদের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলা হয়েছে, 'ব্যক্তিগত কারণের জন্য এই বছর টাটা স্টিল চেস ইন্ডিয়ায় অংশ নিতে পারছেন না দোম্মারাজু গুকেশ ।'বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু বা তাঁর টিমের তরফে আলাদা করে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ফলে জল্পনা থাকলেও, আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি 'পার্সোনাল রিজ‍নসে'ই সীমাবদ্ধ।

শেষ মুহূর্তে বদলি: সুযোগ পেলেন নিহাল সারিন

গুকেশের জায়গায় টুর্নামেন্টে সুযোগ পেলেন নিহাল সারিন । ভারতের অন্যতম শক্তিশালী র‍্যাপিড ও ব্লিটজ খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত নিহালকে শেষ মুহূর্তে দলে নেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের মতে, এই স্তরের কোনও খেলোয়াড়কে এত অল্প নোটিসে পাওয়া সহজ নয়।

টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর দিব্যেন্দু বড়ুয়া স্পষ্ট ভাষায় জানান, গুকেশের না আসা বড় ধাক্কা। কলকাতার দাবাপ্রেমীরা প্রথমবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হিসেবে গুকেশকে সামনে থেকে দেখার অপেক্ষায় ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন, নিহাল সারিন র‍্যাপিড-ব্লিটজ ফরম্যাটে অত্যন্ত দক্ষ এবং টুর্নামেন্টের মান বজায় রাখতে দড়।

টুর্নামেন্টের গুরুত্ব ও গুকেশের সাম্প্রতিক সূচি

টাটা স্টিল চেস ইন্ডিয়া ২০১৮ সাল থেকে নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে, যাকে নেদারল্যান্ডসের উইক আন জে-তে আয়োজিত টাটা স্টিল মাস্টার্সের 'সিস্টার ইভেন্ট'হিসেবে ধরা হয়। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সমান প্রাইজমানি-যা দাবা দুনিয়ায় এখনও বিরল।

Owner Printer Publisher by ASHIM DEBNATH, from 43/68,Harisabha Road Extention,Nonachandanpukur, Barrack pore, North 24 Parganas
Pin 700122. Printed at Surnandan Printing Press, Rabindrapally,Baghajatin. kolkata - 700086, South 24Parganas.Place of Publication 6/2D/2A, Sapgachi 2nd Lane, C.N Roy Road, Kolkata-700039. Editor- ASHIM DEBNATH. Phone : 9804186490. Email: samakaal.com@gmail.com